বাংলাদেশে পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক
Family, Marriage and Kinship in Bangladesh

ইউনিট ৭

সমাজবিজ্ঞানের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়ের মধ্যে পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক প্রত্যয়সমূহ একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিবাহের মাধ্যমে পরিবারের সৃষ্টি হয়। পরিবার এবং বিবাহ সম্পর্কিত সম্পর্কের সাথে জ্ঞাতিসম্পর্ক ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিবাহ হচ্ছে নির্দিষ্ট বন্ধন যা মূলত সংশ্লিষ্ট নারী-পুরষের সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্মের নিয়মানুযায়ী তৈরি একটি চুক্তি। এ চুক্তির ফলে সংশ্লিষ্ট তারা একত্রে বসবাস করার বৈধতা এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করার অধিকার অর্জন করে। এই সম্পর্কের ফলে তাদের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের বন্ধন তৈরি হয়। অন্যদিকে, পরিবার হচ্ছে এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক অথবা দত্তক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছু ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একই গৃহস্থালিতে বসবাস করে। পরিবারে বসবাসকারী সদস্যগণ পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অভিন্ন সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যথাযথ সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে রক্ত, বিবাহ, বন্ধুত্ব, কাল্পনিক, দত্তক ইত্যাদি সূত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝায় এবং যার ফলে জ্ঞাতিসম্পর্কের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৭.১: বাংলাদেশে পরিবারের ধরন ও কার্যাবলি
পাঠ- ৭.২: বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব
পাঠ- ৭.৩: বাংলাদেশে বিবাহের ধরন ও গুরুত্ব
পাঠ- ৭.৪: বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ও সম্বোধন রীতি
পাঠ- ৭.৫: বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক

পাঠ-৭.১ বাংলাদেশে পরিবারের ধরন ও কার্যাবলি
Types and Functions of Family in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে পরিবারের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে পরিবাবের কার্যাবলি আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবার, ধরন, কর্তৃত্বের মাত্রাভিত্তিক পরিবার, বাসস্থানভিত্তিক পরিবার, কার্যাবলি, জৈবিক কাজ, মনস্তাত্ত্বিক কাজ ।

বাংলাদেশে পরিবারের ধরন

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের বিভাজন করা হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পরিবারের বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

কর্তৃত্বের মাত্রাভিত্তিক পরিবার: কর্তৃত্বের মাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশের পরিবারকে দুই ভাগে ভাগ কার যায়। যথা- পিতৃতান্ত্রিক পরিবার এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

যে পরিবারের কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো পুরুষের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হলে তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা সর্বত্র বিদ্যমান।

পরিবারের কর্তৃত্ব যখন মাতা, স্ত্রী বা কোনো নারী সদস্য দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

বাসস্থানভিত্তিক পরিবার: বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- পিতৃবাস পরিবার, মাতৃবাস পরিবার এবং নয়াবাস পরিবার। বিবাহিত নব দম্পতি বিয়ের পরে স্বামীর পিতার বাড়িতে বসবাস করলে তাকে পিতৃবাস পরিবার বলে। অন্যদিকে যে দম্পতি স্ত্রীর পিতা-মাতার বাড়িতে বসবাস করে তাকে মাতৃবাস পরিবার বলে। বাংলাদেশে পিতৃবাস পরিবার ব্যবস্থাই বেশি দেখা যায়। তবে মান্দি সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃবাস পরিবার প্রচলিত।

বিয়ের পর নবদম্পতি স্বামীর কিংবা স্ত্রীর পিতা-মাতার বাড়িতে বসবাস না করে নিজস্ব ব্যবস্থায় নতুন বাড়িতে বসবাস করলে তাকে নয়াবাস পরিবার বলে। বর্তমানে নয়াবাস পরিবার ব্যবস্থা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বংশ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবার: বংশ পরম্পরা এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের উপর ভিত্তি করে পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার এবং মাতৃসূত্রীয় পরিবার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

সন্তান-সন্ততি যদি পিতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম ব্যবহার করে তাহলে তাকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। বাংলাদেশে উত্তরাধিকারের আইন ও প্রথা অনুযায়ী এ ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়।

অন্যদিকে সন্তান-সন্ততি যদি মাতার সম্পত্তি, বংশানুক্রম এবং পারিবারিক নাম ব্যবহার করে তাহলে তাকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। বাংলাদশের কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের পরিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

আকার বা কাঠামো অনুসারে পরিবার: পরিবারের আকার বা কাঠামো অনুসারে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- অণু পরিবার, যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার।

একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয় তাকে অণু পরিবার বলে। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে এবং শিল্প এলাকায় অণু পরিবার বেশি দেখা যায়।

পিতা-মাতা, ভাই বোন, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃবধূ কিংবা পুত্রবধূর সমষ্টিতে গঠিত পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে এখনো যৌথ পরিবার দেখা যায়।

তিন পুরুষের পরিবারকে বর্ধিত পরিবার বলে। সাধারণত একক পরিবার থেকে যৌথ পরিবার এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্ধিত পরিবার গঠিত হয়। এ পরিবারে দাদা-দাদি, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়েসহ তিন প্রজন্মের সদস্য বাস করে। গ্রামীণ বাংলাদেশে এখনো অনেক বর্ধিত পরিবার লক্ষ করা যায়।

স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার: স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা বা বিবাহের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবারকে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং বহু-স্ত্রী-বিবাহভিত্তিক পরিবার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় ।

একক বিবাহভিত্তিক পরিবার হলো একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবার। এটিই মূলত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবারের প্রধান রূপ।

বহু স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার হলো একজন পুরুষ একাধিক মহিলার সাথে বিবাহের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার। সংখ্যায় কম হলেও বাংলাদেশে এ ধরনের পরিবার রয়েছে।

বহির্গোষ্ঠী ও অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার: বহির্গোষ্ঠী ও অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবারকে বর্হিগোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহভিত্তিক পরিবার এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যখন কোনো পুরুষ বা মহিলা তার নিজ গোত্রের বা গোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে পরিবার গঠন করে তখন তাকে বর্হিগোষ্ঠী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে।

অন্যদিকে, যখন কোনো পুরুষ বা মহিলা তার নিজ গোত্রের বা গোষ্ঠীর ভেতর থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে পরিবার গঠন করে তখন তাকে অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ ভিত্তিক পরিবার বলে।

বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে বর্ণ ও জাতভিত্তিক পরিবারসমূহে বর্হিগোষ্ঠী এবং অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়।

পরিবারের কার্যাবলি

(১) **জৈবিক কাজ:** জৈবিক কাজ যে কোনো দেশের পরিবারের একটি মৌলিক কাজ। বাংলাদেশের পরিবারগুলোরও মৌলিক কাজ হলো জৈবিক কার্যাবলি। পরিবারের জৈবিক কাজের মধ্যে খাদ্য, পানীয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌন সম্পর্ক, সন্তান উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(২) **সন্তান প্রতিপপালনমূলক কাজ:** পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে নবজাত শিশুর লালন পালন থেকে শুরু করে ভরণ পোষণের দায়িত্ব পরিবারকে পালন করতে হয়। তবে বর্তমান যুগে বাংলাদেশে পিতা-মাতাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যস্ত থাকায় শিশুকে নার্সারী অথবা দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখে লালনপালন করার সংস্কৃতি গড়ে উঠছে।

(৩) **মনস্তাত্ত্বিক কাজ:** জন্মের পর থেকে মানবশিশু মা-বাব ও পরিবারের সদস্যদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকে। শিশুর মানসিক বিকাশে এ ধরনের সান্নিধ্য অপরিহার্য। পরিবার শিশুর মানসিক বিকাশে যেমন সহায়ক, তেমনি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সঙ্গ প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যের মানসিক চাহিদা পূরণ করে। বিশেষ কোনো পরিস্থিতি, শোক-দুঃখ বা দুর্দশায় একে অপরের পাশে থেকেও পরিবার মানসিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

(৪) **নিরাপত্তামূলক কাজ:** বাংলাদেশের পরিবারসমূহ তাদের সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে। শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তাবোধের অভাবে মানুষের মাঝে হতাশা, হীনমন্যতা ও আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবার তার হত্যাশাগ্রস্ত সদস্যের পাশে দাঁড়ায়।

(৫) **অর্থনৈতিক কাজঃ** বাংলাদশে পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবারগুলো এখনও উৎপাদন, বন্টন এবং ভোগের একক হিসেবে কাজ করে থাকে। শহরেও পরিবার প্রধান বা কর্মজীবী সদস্যের উপার্জন পরিবারেই নিবেদিত হয়। শিশু, বয়স্ক ও নির্ভরশীল সদস্যদের ভরণ-পোষণ, সন্তানের লেখাপড়ার ব্যয় পরিবারই নির্বাহ করে।

(৬) **শিক্ষামূলক কাজঃ** বাংলাদেশের পরিবারগুলো শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ির কাজটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে করে থাকে। পরিবার তার সদস্যদেরকে ধর্মীয় ও সামাজিক নীতিবোধ শিক্ষা, বিদ্যালয়ে ভর্তি, বাড়িতে নিয়মিত পড়ালেখার উপর নজর দিয়ে থাকে। শিশুর শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থাও পরিবারই করে থাকে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামূলক কাজ এখন পরিবারের বাইরেই সম্পন্ন হয়। যদিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবারকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হয়।

(৭) **ধর্মীয় কাজঃ** বাংলাদেশে পরিবার তার সদস্যদের জন্য ধর্মীয় রীতিনীতি ও শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা করে। ধর্মীয় বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস তৈরি হয় পরিবার থেকেই।

(৮) **সামাজিক মর্যাদা অর্পণমূলক কাজঃ** পারিবারিক পরিচিতি এবং মর্যাদা পরিবারের যে কোনো সদস্যদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সাধারণত বাংলাদেশের সমাজে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা পারিবারিক পরিচিতির দিক থেকে নির্ধারিত হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তি তার নিজের পরিচয়েও পরিচিতি লাভ করে থাকে।

(৯) **রাজনৈতিক কাজঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের হাতেখড়ি হয় পরিবার থেকেই। নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ-কর্তব্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা বাংলাদেশের শিশুরা পরিবার থেকেই শিখে থাকে। তাছাড়া ব্যক্তির ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়ে পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(১০) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক কাজঃ** বাংলাদেশর পরিবারসমূহ তার সদস্যদের বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে ভূমিকা পালন করে থাকে। একইসাথে সৎ, সামাজিক, কল্যাণকর ও মানবিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দেয় পরিবার।

(১১) **সামাজিকীকরণঃ** পরিবারের মধ্যে মানুষের প্রথম সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরিবার তাদের সদস্যদেরকে সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-প্রথা, রীতি-নীতি তথা সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে শিক্ষা দেয় এবং সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তুলে।

(১২) **বিনোদনমূলক কাজঃ** সমাজ বিকাশের গোড়া থেকেই বিনোদনমূলক কাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পরিবার। পূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবার কবিগান, পালাগান, যাত্রাপালা, নাটক, জারি-সারি, কেচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদির আয়োজন করতো। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়নে মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্রও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে।

তবে, পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতিতে খাপখাওয়ানোর জন্য প্রতিনিয়ত পরিবারের কার্যাবলিতে আলাদা আলাদা মাত্রা যোগ হচ্ছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা দিচ্ছে। পরিবারের কিছু কিছু কাজ যেমন বাচ্চার লেখাপড়া, প্রতিপালন (ডে-কেয়ার বা বেবি সিটিং), বিনোদন, আর্থিক কার্যক্রম ইত্যাদি এখন পরিবারের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের পরিবারের কার্যাবলিগুলো লিখুন। সময়ঃ ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতার মাত্রা, বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান, বংশ মর্যাদা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পরিবারের আকার স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন রীতি ইত্যাদির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবারকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ কারা হয়েছে। বাংলাদেশের পরিবারসমূহ বিভিন্ন কাজ করে থাকে। তার মধ্যে- জৈবিক কাজ, সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালন উত্তরাধিকার সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, বিনোদন, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথা জীবনের নিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশে পরিবার কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

২। "নিচের কোন কাজটি এখন পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা করা হয়?"

(i) জৈবিক কাজ

(ii) সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন

(iii) শিক্ষামূলক কাজ

কোনটি সঠিক?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii)

(গ) (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

পাঠ-৭.২ বাংলাদেশে সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব
Importance of Family in Social Life in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবার, সমাজজীবন, গুরুত্ব।

পরিবার এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু সমাজ নয়, বংশ পরম্পরা, সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিকীকরণ এবং পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষা এবং আশ্রয়স্থল হলো পরিবার। নিচে বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

(১) বংশের ধারা রক্ষা: পরিবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবাহভিত্তিক পরিবারের বিকল্প নেই। সুতরাং সমাজ, সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

(২) যৌন জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশের সমাজে অবাধ যৌনাচার নিয়ন্ত্রণ এবং যৌন জীবনের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য পরিবার ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজজীবনে পূর্ণ শান্তি-শৃংখলা, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং ব্যভিচার বন্ধসহ অন্যান্য সমাজিক অপরাধমূলক কাজ থেকে সমাজের মানুষকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৩) সম্পত্তির উত্তরাধিকার: বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার কাঠামো ঐতিহ্য এবং আইনগতভাবে পরিবারভিত্তিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান এবং ভবিষ্যৎ বংশধর সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশের সমাজে পরিবার অত্যন্ত অপরিহার্য।

(৪) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা: পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিবারের মধ্য থেকেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আচার-আচরণ শিখে থাকে যা সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশে সমাজে বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য পরিবার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) সামাজিকীকরণ: পরিবারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ হলো পরিবারের সদস্যদেরকে পূর্ণ সমাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলা। জন্মগ্রহণের পরে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ অতিক্রান্ত হয় পরিবারের মধ্যে। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে গ্রামীণ ও নগর সমাজে শিশুর সামাজিকীকরণের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। পরিবারের কাছ থেকেই আদর্শ আচরণ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজজীবনে উপযুক্ত আচরণ করতে শেখে এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রীতি বজায় রাখে।

(৬) পারিবারিক শিক্ষা: শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠ পরিবার থেকেই। পরিবার থেকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরিবার যে শিক্ষা প্রদান করে তা মূলত পরবর্তী জীবনে মানুষের কাজে লাগে। তাই পরিবারের সদস্যদেরকে পারিবারিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব রয়েছে।

(৭) সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা: সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষা পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্যরা মূলত পরিবারের মাধ্যমেই শিখে থাকে। তাই পরিবারের সদস্যদের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদানে পরিবার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

(৮) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি: শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক কাজ শুরু হয় পরিবার থেকে। বাংলাদেশের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষাদান পারিবারিক পরিবেশে পারিবারিক কাঠামোতেই শুরু হয়। তাই পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অত্যাধিক।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের বিকল্প নেই। সামাজিক সমস্যা সমাধানে যেমন পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি সকল ধরনের মূল্যবোধ অর্জন ও শিশুর যথাযথ সামাজিকীকরণে পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের সমাজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব লিখুন। সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

পরিবার সমাজের সকল সদস্যের নিরাপদ কেন্দ্রস্থল। নানাবিধ প্রতিকূলতা থেকে সুরক্ষা প্রদানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। পারিবারিক পরিমন্ডলেই সকল শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয়। এ ছাড়া পরিবার বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, শান্তি-শৃঙ্খলতা রজায় রাখাসহ নানা প্রয়োজনে বাংলাদেশের সমাজেজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক পরিবেশ মানসিক সুস্থতা এবং হতাশা কাটিয়ে উঠার জন্যও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও জৈবিক চাহিদা মেটানো, সন্তান জন্মদান এবং লালন-পালন, উত্তরাধিকার সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা, বিনোদন, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সমজজীবনে পরিবারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষার আধার কোনটি?

(ক) পরিবার (খ) বিবাহ
(গ) রাজনীতি (ঘ) কোনোটি নয়

২। "সম্পত্তির উত্তরাধিকার তৈরিতে কাজ করে?"

(i) রাষ্ট্র
(ii) বিবাহ
(iii) পরিবার

কোনটি সঠিক?

(ক) (i) ও (ii) (খ) (ii) ও (iii)
(গ) (i) ও (iii) (ঘ) (i), (ii) ও (iii)

পাঠ-৭.৩ বাংলাদেশে বিবাহের ধরন ও গুরুত্ব
Types and Importance of Marriage in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে বিবাহের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বিবাহের গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বিবাহ, একক বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, লেভিরেট, সরোরেট, বহির্বিবাহ, অন্তর্বিবাহ, বিবাহের গুরুত্ব।

বাংলাদেশে বিবাহের ধরন

বিবাহ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহ পরিবার ব্যবস্থা গঠনের প্রধান মাধ্যম। বিবাহের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক একজোড়া পুরুষ এবং নারী পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জন্মদানকৃত সন্তানের বৈধ পিতা-মাতার অধিকার লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশেও নানা ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নির্ণায়কের মাধ্যমে বিবাহের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

(১) একক বিবাহ

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সাথে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর বিবাহকে একক বিবাহ বলে। এটি বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচলিত এবং সর্বজনস্বীকৃত বিবাহ পদ্ধতি ।

(২) বহুস্ত্রী বিবাহ

একজন পুরুষের সাথে যখন একাধিক মহিলার বিয়ে হয় তখন তাকে বহুস্ত্রী বিবাহ বলে। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে এ ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। মূলত কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে কৃষি ও গৃহস্থালীর কাজকর্মের সুবিধার জন্য বহুস্ত্রী গ্রহণের প্রচলনের উদাহরণ বাংলাদেশের সমাজে রয়েছে।

(৩) দেবর-বিবাহ বা লেভিরেট

ভ্রাতৃবিধবা বিবাহ হলো বিবাহের এমনি একটি ধরন যেখানে কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে মৃত স্বামীর ভাইয়ের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের বিবাহ গ্রামাঞ্চলে কাদাচিৎ দেখা যায়।

(৪) শ্যালিকা বিবাহ বা সরোরেট

শালিকা বিবাহ বা সরোরেট ব্যবস্থায় কোনো পুরুষের স্ত্রী মারা গেলে মৃত স্ত্রীর বোনের সাথে ঐ পুরুষের বিবাহ হয়। এ ধরনের বিবাহ প্রথা বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ব্যতিক্রম হিসেবে প্রচলিত।

(৫) বহির্বিবাহ এবং অন্তর্বিবাহ

কোনো পুরুষ বা মহিলা বিবাহের জন্য তার নিজ গোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তখন বহির্বিবাহ বলে। অন্যদিকে কোনো পুরুষ বা মহিলা বিবাহের জন্য যদি তার নিজ গোষ্ঠীর ভেতর থেকে পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তখন তাকে অন্তর্বিবাহ বলে। বাংলাদেশে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(৬) 'কাজিন' বিবাহ

'কাজিন' বা মামাতো, খালাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বন্ধন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত। বাংলাদেশে দুই ধরনের 'কাজিন' বিবাহ প্রচলিত রয়েছে। যথা- 'প্যারালাল-কাজিন' বিবাহ এবং 'ক্রস-কাজিন' বিবাহ। 'প্যারালাল-কাজিন' বিবাহ হলো চাচাত ভাইবোন বা খালাত ভাইবেনের মধ্যে সংঘটিত বিবাহ। অন্যদিকে, 'ক্রস-কাজিন' বিবাহ হলো মামাত-ফুফাতো ভাই-বোনের মধ্যে সম্পন্ন বিবাহ।

বাংলাদেশে বিবাহের গুরুত্ব

বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম কিংবা সাংবিধানিক আইন দ্বারা অনুমোদিত একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক অবদান হলো এই যে, এর মাধ্যমে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর মধ্যে সবধরনের সম্পর্ক স্থাপন হয়। এ সম্পর্কের ফসল হিসেবে তাদের সন্তান-সন্তোদি সমাজস্বীকৃত পন্থায় পিতা-মাতা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে বিবাহের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

(১) **সন্তানের বৈধ পিতা-মাতা:** বাংলাদেশে বিবাহের মাধ্যমেই পরিবার সৃষ্টি হয়। বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সৃষ্ট বন্ধন থেকে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে সে পায় তার বৈধ পিতা-মাতা। সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব এই পিতা-মাতার উপরই বর্তায়।

(২) **পারিবারিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা:** বিবাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পারিবারিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। তাই বাংলাদেশে পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা এবং পারিবারিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বিবাহের অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

(৩) **উত্তরাধিকার সৃষ্টি:** বাংলাদেশের সমাজ মূলত পারিবারিক বন্ধনের উপর টিকে আছে। তাই পারিবারিক উত্তরাধিকার সৃষ্টির জন্য বিবাহের গুরুত্ব রয়েছে।

(৪) **জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা:** বৈধ উপায়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষার জন্য বাংলাদেশে বিবাহের গুরুত্ব রয়েছে।

(৫) **সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা:** বিবাহ ব্যবস্থা না থাকলে সমাজে অবাধ যৌনাচার বেড়ে যায়, সামাজি শৃংখলা নষ্ট এবং সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশে পরিবারের ধরন এবং গুরুত্ব সম্পর্কে জানলাম।

	শিক্ষার্থীর কাজ	**বিবাহের প্রকারসমূহের নাম লিখুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয় বিবাহের মাধ্যমে। বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। বিবাহের একটি অন্যতম সামাজিক অবদান হলো এই যে, এ ব্যবস্থা যে কোনো মানব শিশুকে সমাজস্বীকৃত পিতা ও মাতা দান করে। বাংলাদেশের সমাজে ধর্ম, বর্ণ, নৃগোষ্ঠী এবং জাতিভেদ অসুযায়ী একক বিবাহ, বহুস্ত্রী বিবাহ, বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষ কোন জীবনে প্রবেশ করে?
ক) সমাজ জীবনে খ) পারিবারিক জীবনে
গ) রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘ) শিক্ষা জীবনে

২। 'প্যারালাল-কাজিন' কী ধরনের বিবাহ?
ক) অপরিচিত ছেলে-মেয়ের বিবাহ খ) মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোনের বিবাহ
গ) মৃত স্বামীর ভাইকে বিবাহ ঘ) চাচাত বা খালাত ভাই-বোনের বিবাহ

পাঠ-৭.৪ বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ও সম্বোধন রীতি
Types and Terminology of Kinship in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্বোধন রীতি আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জ্ঞাতিসম্পর্ক, সম্বোধন রীতি।

জ্ঞাতিসম্পর্ক: ইংরেজি Kinship শব্দের অর্থ জ্ঞাতিসম্পর্ক। রক্ত বা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যখন কোনো মানুষ কোনো সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলে তখন তাকে জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। জ্ঞাতিসম্পর্ক বলতে মূলত রক্ত, বিবাহ, বন্ধুত্ব, কাল্পনিক, দত্তক ইত্যাদির ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্দেশ করতে বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এটি একইসাথে সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল।

জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন: সাধারণত বাংলাদেশ দুই ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক দেখা যায়। যথা-বিবাহভিত্তিক জ্ঞাতিসম্পর্ক এবং সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্ক। বিবাহভিত্তিক জ্ঞাতিসম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো বৈবাহিক বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে শুধু একজন পুরুষ আর নারীর মধ্যেই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না বরং তাদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন- শ্যালক, শ্যালিকা, দুলাভাই, ভাবী, দেবর, ভাসুর, ননদ, শ্বশুর, শাশুড়ি ইত্যাদি সম্পর্ক দুই পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, সগোত্রসূচক জ্ঞাতিসম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো রক্তের বন্ধন। যেমন- চাচা, ছেলে-মেয়ে, ভাই, জেঠা, ফুফু, চাচাতো ভাই, চাচাতো বোন, ফুফাতো ভাই, ফুপাতো বোন ইত্যাদি সম্পর্ক। সামাজিক জ্ঞাতিসম্পর্ক নামে আরও এক ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে বিবাহিত কোনো সন্তানহীন দম্পতি যে সন্তান দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার সাথে যে সম্পর্কের তৈরি হয় তাকে সামাজিক জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। এছাড়াও আরও দুই ধরনের জ্ঞাতি আছে। যথা- মুখ্য জ্ঞাতি এবং গৌণ জ্ঞাতি । স্বামী-স্ত্রী, বাবা- ছেলে, মা- মেয়ে, বাবা- মেয়ে, মা- ছেলে এবং ভাই- বোন এরা সবাই মুখ্য জ্ঞাতি এবং এদের সাথে যে সম্পর্ক হয় তাকে মুখ্য জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। অন্যদিকে চাচা/জেঠা-ভাতিজা/ভাতিজি, শ্যালক/শ্যালিকা-দুলাভাই, ননদ/দেবর-ভাবী ইত্যাদি গৌণ জ্ঞাতি এবং এদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তাকে গৌণ জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে।

বাংলাদেশের মানুষের জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্বোধন রীতি:

মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়	মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়
আব্বা, বাজান, বাপজান	বাবা	নানা, নানাজি	দাদু
আম্মা, আম্মু/ মা	মা	নানি	দিদিমা
চাচা/কাকা/জেঠা	জেঠামশাই/খুড়ো/ কাকা	ভাবি/বাউজ	বৌদি
মামা, মামাজি	মামা	দেবর/দেওর	ঠাকুরপো
চাচি/কাকি/জেঠি	কাকিমা/জেঠিমা/খুড়িমা	ননদ	ঠাকুরঝি
মামি, মামানি	মাসিমা	ফুপা/ফুপাজি	পিসেমশাই
দাদা, দাদি	ঠাকুর্দা, ঠাকুমা	ফুফু/ফুফুজি	পিসিমা
বোন/আপা, বুবু, বুজি	দিদি	ভাই	দাদা
খালু	মেসো	দুলাভাই	জামাইবাবু
খালা	মাসি	শালা	শালাবাবু
মামাতো ভাই	মামাতো দাদা	মামাতো বোন	মামাতো দিদি

মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়	মুসলিম সম্প্রদায়	হিন্দু সম্প্রদায়
খালাতো ভাই	মাসতুতো দাদা	ফুফাতো ভাই	পিসতুতো দাদা
খালাতো বোন	মাসতুতো দিদি	ফুফাতো বোন	পিসতুতো দিদি
চাচাতো ভাই	খুড়তুতো দাদা	চাচাতো বোন	খুড়তুতো দিদি

জ্ঞাতিসম্পর্কের ধরন একই ধরনের হলেও বাংলাদেশে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্বোধন রীতিতে ভিন্নতা রয়েছে। তবে আবহমান কালের সাংস্কৃতিক ঐক্য, পারস্পরিক সহাবস্থান এবং সম্পর্কেও কারণে অনেক জ্ঞাতিসম্পর্কের সম্বোধন রীতিতে অভিন্ন শব্দও প্রয়োগ করা হয়। যেমন শালী/শ্যালিকা, ভাগ্নে/ভাগ্নি, ভাইপো-ভাইঝি/ভাতিজা-ভাতিজি, ভাসুর, বেয়াই, সম্বন্ধী ইত্যাদি।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জ্ঞাতিসম্পর্কের দশটি সম্বোধন রীতি লিখুন। **সময়: ৫ মিনিট।**

সারসংক্ষেপ

জ্ঞাতিসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কযুক্ত মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিসম্পর্কের রীতিনীতিগুলো মূলত এদেশের সংস্কৃতিরই অংশ। স্বামী-স্ত্রী, বাবা- ছেলে, মা- মেয়ে, বাবা- মেয়ে, মা- ছেলে এবং ভাই- বোন এরা সবাই মুখ্য জ্ঞাতি এবং এদের সাথে যে সম্পর্ক হয় তাকে মুখ্য জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে। অন্যদিকে চাচা/জেঠা-ভাতিজা/ভাতিজি, শ্যালক/শ্যালিকা-দুলাভাই, ননদ/দেবর-ভাবী ইত্যাদি গৌণ জ্ঞাতি এবং এদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তাকে গৌণ জ্ঞাতিসম্পর্ক বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চাচা/জেঠা-ভাতিজা/ভাতিজি কোন ধরনের জ্ঞাতিসম্পর্ক?
(ক) সামাজিক জ্ঞাতি (খ) মুখ্য জ্ঞাতি
(গ) গৌণ জ্ঞাতি (ঘ) উপরের কোনটিই নয়

২। জ্ঞাতি সম্পর্ক প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

পাঠ-৭.৫ বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার, বিবাহ ও জ্ঞাতিসম্পর্ক
Changing Family, Marriage and Kinship in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল জ্ঞাতিসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতিসম্পর্ক, পরিবর্তনশীল।

বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার

আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, প্রয়োগ ও প্রভাব; সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নানা ধরনের পরিবর্তন ও গতিশীলতা বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। সাম্প্রতিককালের আকাশ সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত সমৃদ্ধিও পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করছে। বিশেষ করে ক্রমাগত শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবার কাঠামোতে যে পরিবর্তন এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে শহরাঞ্চলে প্রধানত অণু পরিবারের প্রাধান্য রয়েছে। তবে গ্রামাঞ্চলে এর সংখ্যা শহরের তুলনায় অনেকটা কম। একসময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবারের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, সম্পদের স্বল্পতা, পেশার পরিবর্তন, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, মানসিকতার পরিবর্তন, পারিবারিক কলহের জের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা বেশি লক্ষ করা যায়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার তৈরি, বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষা, গৃহস্থালী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গ্রামীণ ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে একাধিক বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে। তবে তা অতি নগন্য। বাংলাদেশের শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে এবং পোশাক শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে কম-বেশি বহু-স্ত্রী বিবাহভিত্তিক পরিবার লক্ষ্যণীয়। পিতৃপ্রদান পরিবার বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধের বিকাশ, উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি কারণে উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। ঠিক একই কারণে পিতৃবাস এবং মাতৃবাসভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে নয়াবাস পরিবার ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। চাকরির বদলিজনিত কারণ, মানুষের কর্মস্থলের সুবিধার্থে অথবা ক্যারিয়ারের জন্য, সন্তানদের পড়ালেখার জন্য বাংলাদেশে বর্তমানে অনেকেই শহর ও শিল্প এলাকায় বিবাহোত্তর জীবনে নয়াবাস গড়ে তুলে। বর্তমানে বাংলাদেশের পরিবারসমূহে পিতা এবং মাতা উভয় দিকের আত্মীয়দের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে পরিবারের বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে পড়লেও, পরিবারের মৌল কাঠামো এখনও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটি বিষয় এখন খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় যে সীমিত আয়, জীবন যাত্রার অধিক ব্যয় ইত্যাদি কারণেও বাংলাদেশের পরিবার ব্যবস্থাতে পরিবর্তন এসেছে। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙ্গনের মুখে পড়লেও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন পিতা-মাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষের লোকজন শহরে অণু পরিবারগুলোতে বসবাস করাতে যৌথ পরিবারের একটা আমেজ লক্ষ্য লক্ষ্য করা যায়। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ব্যাপক প্রভাবে বাংলাদেশের পরিবারগুলোর দায়-দায়িত্বে কিছু কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন- মানুষের ব্যস্ততার কারণে অবসর যাপন, শিক্ষাদান, চিত্তবিনোদন, সন্তান-সন্ততি রক্ষাণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল বিবাহ

বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহের চুক্তিতে মা-বাবা বা অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ছেলে মেয়েরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিবাহ করছে। আধুনিককালে বিবাহের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণ আগের মতো নেই। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে বহুস্ত্রী বিবাহের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যেতো। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে বহু বিবাহ ব্যবস্থা আগের মতো লক্ষ করা যায় না। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র/পাত্রীর বয়সের ক্ষেত্রেও শিথিলতা এসেছে। এখন অধিক বয়সের পার্থক্যে বিবাহের প্রবণতা কমে গেছে। গড় যৌক্তিক বয়সের দূরত্ব কম রেখে পাত্র/পাত্রী নির্বাচিত হচ্ছে। বিয়েতে পাত্র/পাত্রীর মতামতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে। বিবাহের ক্ষেত্রে বংশ পরিচয়, বাবার পরিচয়ের চেয়ে পাত্র/পাত্রীয় নিজের যোগ্যতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশে শহুরে সমাজের বিয়েতে বর্তমানে মা-বাবা কিংবা অভিভাবকের প্রভাব লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। রোমান্টিক তথা ভালোবাসাভিত্তিক বিবাহের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ সমাজেও এর প্রভাব পড়ছে। তবে অধিকাংশ রোমান্টিক বিয়ে বাবা-মায়ের সম্মতিতে সামাজিকভাবেই সম্পন্ন হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের বিবাহের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সূচনা করেছে।

বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল জ্ঞাতিসম্পর্ক

বর্তমানে বাংলাদেশের জ্ঞাতিসম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে। জ্ঞাতিসম্পর্কগুলোতে আগের মতো 'আমরা বোধ' নেই। আধুনিকতা ও নগরায়নের প্রভাবে মানুষের সম্পর্কেও কৃত্রিমতা প্রবেশ করেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ বিকাশের ফলে মানুষ আর আগের মতো আবেগের বশবর্তী হয়ে কারো বিপদ-আপদে অংশগ্রহণ করে না। রক্তসম্পর্কিত, বৈবাহিক ও অন্য ধরনের জ্ঞাতিদের জন্যও এখন কেউ সচরাচর ত্যাগ স্বীকার করে না। এসব কারণে গ্রামাঞ্চলে যৌথ পরিবার ভেঙে অণু-পরিবারের সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে অনেক সচ্ছল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তাদের অনগ্রসর স্বজনদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন না। বরং ব্যক্তিস্বার্থ এবং আর্থিক কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞাতির বাইরের লোকদের নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করে। ফলে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বদলে অনৈক্যের সৃষ্টি হচ্ছে। সম্পর্ক শিথিল হয়ে জ্ঞাতিদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। জ্ঞাতিসম্পর্কের চেয়ে বর্তমানে রাজনৈতিক সম্পর্ককে আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। তাই জ্ঞাতিদের মধ্যে এখন দল এবং উপদলের সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা বৃদ্ধি, জীবনদর্শন, আচার-আচরণ, মানসিকতার পরিবর্তন, মুল্যবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে জ্ঞাতিসম্পর্কের সদস্যদের মধ্যে অনেক কিছুই অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে। এখন শিক্ষা, পেশা তথা গুণগত যোগ্যতা সহজেই একজনকে মান-মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী করে দেয় এবং এ কারণে গ্রামীণ সমাজে বংশানুক্রমিক জ্ঞাতিসম্পর্ক ভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে আগের মতো গ্রামীণ জীবনে জ্ঞাতিরা নিকটজনদের আপদে-বিপদে পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়ায় না, এমনকি খোঁজ-খবর রাখে না।

পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি প্রতীয়মান হয় যে, সকল সামাজিক সম্পর্ক সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল পরিবার কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন। **সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের সাথে এসব সাামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন কোথাও দ্রুত গতির আবার কোথাও অপেক্ষাকৃত ধীর গতির। এসব পরিবর্তনের পেছনে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণ জড়িত। আর সে কারণেই পরিবার, বিবাহ এবং জ্ঞাতিসম্পর্ক নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরিবর্তন এসেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়?

(ক) ব্যাংক (খ) পরিবার

(গ) জ্ঞাতিসম্পর্ক (ঘ) বিবাহ

২। বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়"

(ক) যৌথ পরিাবর (খ) একক বা অনু পরিবার

(গ) বর্ধিত পরিবার (ঘ) উপরের কোনটিই নয়।

৩। নিচের কোনটি বাংলাদেশের ব্যাপক জনপ্রিয় বিবাহ?

(ক) একক বিবাহ (খ) বহুস্বামী বিবাহ

(গ) বহুস্ত্রী বিবাহ (ঘ) দলগত বিবাহ

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ ঃ ১। খ ২। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ ঃ ১। গ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। বাসস্থানের ধরন অনুযায়ী পরিবার কয় প্রকার?
(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার
(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২। হিন্দু ও মুসলিম জ্ঞাতিসম্পর্কে অভিন্ন সম্বোধনরীতি কোনগুলো?
(ক) পিতা-মাতা (খ) ভাই-বোন
(গ) ভাইপো-ভাতিজি (ঘ) খালা-ফুফু

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট জ্ঞাতিসম্পর্ক কোনগুলো?
(i) দেবর-ভাসুর
(ii) শ্বশুর-শাশুড়ি
(iii) ভাই-বোন
(iv) স্বামী-স্ত্রী
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iv (ঘ) i, ii ও iii

গ. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জ্ঞাতিসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কযুক্ত মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞাতিসম্পর্কের রীতিনীতিগুলো মূলত এদেশের সংস্কৃতিরই অংশ।

৪। জ্ঞাতিসম্পর্কেও প্রধান দু'টি ভিত্তি কী?
(ক) রক্তের সম্পর্ক ও বিবাহ (খ) সামাজিক সম্পর্ক
(গ) মৌখিক সম্পর্ক (ঘ) পেশাগত সম্পর্ক

৫। সাম্প্রাতিককালের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়?
(ক) অল্প বয়স (খ) চেহারা-সৌন্দর্য
(গ) বংশ মর্যাদা (ঘ) পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতা

ঘ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

মৌমিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে পড়াশোনা করছে। ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে সে জানতে পারল, বাবা-মা তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছে। মৌমিতা তার মা'কে বুঝিয়ে বলল, এখনই সে বিয়ের জন্য প্রস্তুত নয়। সে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করবে। তারপর বিয়ে। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে তার নিজের পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। বাবা-মা মৌমিতার কথা মেনে নিলেন।

১) বিবাহের সংজ্ঞা দিন? ১
২) পরিবারের ধরনগুলো কি কি? ২
৩) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের বিবাহের ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন পরিলীক্ষত হয়, বর্ণনা করুন। ৩
৪) বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোর সাম্প্রতিক প্রবণতা ব্যাখ্যা করুন। ৪